পরের বিচার করা

(Judging Others)

লূক ৬ অধ্যায় ৩৭-৪২ পদ

আমরা বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে লূক লিখিত সুসমাচার অনুসারে ''সমতলে দত্ত যীশুর উপদেশ'' থেকে শিখছি। এই উপদেশের শুরুতে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং যারা এখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করেনি, তাদের প্রতি বিভিন্ন সতর্কবাণী যীশু উচ্চারণ করেছেন। এরপর ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হিসাবে তাঁর শিষ্যরা কীভাবে জীবন যাপন করবে, তা যীশু বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সবার আগে যে কথা বলেছেন, তা হল, তারা যেন তাদের শত্রুদের প্রেম করে। তারপর যীশু তাদের যে আচরণ করতে বলেছেন, তা হল, তারা যেন অন্যদের বিচার না করে। আজ আমরা এ বিষয়ে শিখব।

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কি অন্যদের বিচার করতে পারি? লূক ৬:৩৭ পদে যীশু বলেছেন, *''আর তোমরা বিচার কোরো না, তাতে বিচারিত হবে না।''* এই কথার দ্বারা যীশু কী বলতে চেয়েছেন? এর দ্বারা কি তিনি যে কোনও ধরণের বিচারকে, কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া, সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন? ফলস্বরূপ, আমরা কি আমাদের প্রতিবেশিদের সম্বন্ধে কোনও ধরণের মন্তব্য করতে পারি না? কিংবা তাদের বিষয়ে কোনও সমালোচনা বা বিরূপ মন্তব্য করতে কি যীশু আমাদের নিষেধ করেছেন? আসুন, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা লূক ৬:৩৭-৪২ পদে যীশুর উপদেশকে ধাপে ধাপে আলোচনা করি।

১। <u>তোমরা বিচার কোরো না, তাতে বিচারিত হবে না</u> (৬:৩৭ক): সমগ্র বাইবেলে প্রায় ৩১,১৭৩টি পদ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক পদ অবিশ্বাসীদের জানা। সেই অল্প সংখ্যক পদের মধ্যে একটি অন্যতম পদ হল *''তোমরা বিচার কোরো না, তাতে বিচারিত হবে না।''* খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যখনই কোনও বিষয়ে সামান্য সমালোচনা করি, তখনই অবিশ্বাসীরা এই পদ উল্লেখ করে আমাদের বলে থাকে, *''পরের বিচার কোরো না!''*

আমাদের প্রত্যেকের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হল, আমরা কেউই অন্যের দ্বারা বিচারিত হতে পছন্দ করি না। আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম তৈরী করে থাকি, আর সে বিষয়ে আমরা অন্যদের নাক গলানোকে পছন্দ করি না। আর তাই, অবিশ্বাসীদের কাছে এই পদটি হল খুবই প্রিয়। এখন অবিশ্বাসীরা যে ভাবে এই পদকে ব্যবহার করে, যে কোনও বিষয়েই বিশ্বাসীদের দ্বারা অন্যদের বিচার করাকে বাধা দিয়ে থাকে, যীশু কি সেই অর্থে এই কথা বলেছিলেন? বিশ্বাসী আমরা কি কোনও বিষয়েই কোনও বিচার করতে পারি না?

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে অন্যদের বিচার করা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, যীশু যখন এই কথা বলেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সরকারী বা মাণ্ডলিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। সরকারী আদালতে বিচারক অবশ্যই তাঁর বিচারের রায় ঘোষণা করবেন, কিংবা মণ্ডলীতে প্রাচীনরা মাণ্ডলিক শৃঙ্খলাবিধি প্রয়োগ করবেন। স্কুলে শিক্ষকরা অবশ্যই তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান বিচার করবেন, কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থরা তাদের অধীন কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করবেন। কেবল তাই নয়, সমতলে দত্ত এই উপদেশের শেষাংশে যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, তারা যেন ফল দেখে লোকদের বিচার করে (৬:৪৩-৪৫)। আবার, যোহন ৭:২৪ পদে যীশু নিজে বলেছেন, *''দৃশ্য মতে বিচার কোরো না, কিন্তু ন্যায্য বিচার কর।''* যীশু নিজে অধ্যাপক ও ফরীশীদের সমালোচনা করেছেন এবং তাদের বিষয় তিনি যে শেষ কথায় উপনীত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করতে তিনি ইতঃস্তত করেননি (লূক ১১:৪২-৪৪; ২০:৪৬-৪৭)।

তাই আমরা যেন এই সত্য উপলব্ধি করি যে, এই কথার দ্বারা যীশু সমস্ত বিচারের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেননি। যখন আমাদের মূল্যায়ন করতে বা বিচার করতে বলা হয়, কিংবা যেখানে আমরা নৈতিক বা ঈশতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী, তখন যদি আমরা এই পদকে ভিত্তি করে, বিচার করা থেকে দূরে থাকি,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাহলে তা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ হবে। অনেক সময় এই পদের অজুহাত দেখিয়ে, মাণ্ডলিক শৃঙ্খলা প্রয়োগে শিথিলতা প্রকাশ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই পদের প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে ও মথি ১৮:১৫-১৮ কিংবা যোহন ২০:২৩ পদের ভিত্তিতে এই পদের এমন প্রয়োগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অন্যদিকে, এমনও অনেক সময় আছে, যখন খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের উচিৎ পরের বিচার থেকে দূরে থাকা। যীশু এখানে সেই সমস্ত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করেছেন। আর তাই আমাদের উচিৎ, কোনও প্রকার বিচার করার আগে সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি আমাদের দ্বারা বিচার করার উপযোগী কি না, তা প্রথমে দেখা। আমাদের ভূমিকা কী, তা প্রথমে দেখতে হবে। তা যদি আমাদের দ্বারা বিচারের পরিস্থিতি না হয়, তাহলে সে বিষয়ে আমাদের মন্তব্য করা থেকে দূরে থাকতে হবে। তা না হলে, আমরা আমাদের সীমাকে অতিক্রম করে ফেলব; এমনকী আমরা নিজেদের ঈশ্বরের স্থানে বসাবো, যিনি সর্ব বিষয়ে বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, যিনি আমাদের হৃদয় দেখতে পান (যোহন ২:২৪-২৫)। অর্থাৎ, এমন অনেক সময় আছে, যখন আমরা পরের বিচার থেকে দূরে থাকব; আবার এমনও অনেক সময় আছে, যখন আমরা অবশ্যই অন্যের বিচার করব।

লূক ৬:৩৭ক পদে, যীশু প্রকৃত অর্থে পরের বিচার করার মনোভাব বা মানসিকতা থেকে দূরে থাকতে তাঁর শিষ্যদের আদেশ করেছেন। এ হল এমন মনোভাব বা মানসিকতা, যা সর্বদা সমস্ত বিষয়ে পরের বিচার করতে আমাদের উৎসাহিত করে। ফলস্বরূপ, আমাদের সেই বিচার হয়ে ওঠে অযৌক্তিক ও অন্যায্য। এই ধরণের মনোভাব বা মানসিকতা ঈশ্বরের প্রতি অন্যদের কখনও উৎসাহিত করে না, পরিবর্তে অন্যদের অপমাণিত করতে বা ছোট করতে ইচ্ছা করে। তাই, আমরা যেন অন্যদের দোষী সাব্যস্ত করার আগে ভালো করে চিন্তা করি, পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করতে সত্বর হই। আমরা যেন তাদের প্রতি এমন মনোভাব প্রকাশ না করি যে, তারা কখনও ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে পারে না। আমরা কি পরের বিচার করতে সত্বর ও ওস্তাদ? তা সত্য হলে, যীশু আমাদের সেই মনোভাব ত্যাগ করতে বলছেন।

২। <u>দোষী কোরো না, তাতে দোষীকৃত হবে না</u> **(৬:৩৭খ)**: সহজেই অন্যদের দোষী সাব্যস্ত করা হল, আমাদের ভিতরে কী আছে, তার বুদ্ধিহীন প্রকাশ। রাজা দাউদের জীবনে এই সত্যের প্রকাশ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। বৎশেবার সঙ্গে ব্যভিচার ও তার স্বামীকে হত্যা করার পরও দাউদ নিজের দোষ দেখতে পাইনি। তখন নাথন ভাববাদী দাউদকে সেই কাহিনী শোনায়, যেখানে এক ধ্বনি ব্যক্তি তার বাড়িতে আসা অতিথির জন্য এক দরিদ্রের পোষা মেষশাবক হত্যা করেছিল। সেই কাহিনী শুনে রাজা দাউদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ও নাথন ভাববাদীকে এমন কথা বলেন, ***"জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কাজ করেছে, সে মৃত্যুর সন্তান; সে কিছু দয়া না করে এই কাজ করেছে, এই জন্য সেই মেষশাবকের চারগুণ ফিরিয়ে দেবে"*** (২শমূয়েল ১২:৫-৬)। রাজা দাউদের এই কথা শুনে নাথন ভাববাদী দাউদকে বলেন, ***"আপনিই সেই ব্যক্তি"*** (২শমূয়েল ১২:৭)। নিজে ব্যভিচার ও নরহত্যা করেও দাউদ যখন নিজের অপরাধ দেখতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন অন্যের বিচার করতে ও দোষী সাব্যস্ত করতে সত্বর হয়েছে।

একথা কেবল রাজা দাউদ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা নিজেদের বড় বড় পাপ বা অপরাধ দেখতে পাই না, কিন্তু অন্যদের ছোট খাটো ত্রুটিও আমাদের নজর এড়ায় না। এইজন্য একজন এমন কথা বলেছেন, *"আমাদের পাপ আমাদের পিছনে, আমাদের পিঠে লেখা আছে।"* ফলস্বরূপ, আমরা নিজেরা যদিও নিজেদের পাপ দেখতে পাই না, কিন্তু অন্যদের পাপ খুব সহজেই দেখতে পাই।

এই বিষয়টিকে যীশু ৪১-৪২ পদে, একটি উদাহরণের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। যীশু বলেছেন, ***"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে, তাই-ই কেন দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাট আছে, তা কেন ভেবে দেখছ না? তোমার চোখে যে কড়িকাট আছে, তা যখন দেখছ না, তখন তুমি কেমন করে নিজের ভাইকে বলতে পার, ভাই, এস, আমি তোমার চোখ থেকে কুটাগাছটা বের করে দিই? তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাট আছে, তা তো তুমি দেখছ না! হে কপটি, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাট বের করে ফেল, তারপর তোমার ভাইয়ের যে কুটা আছে, তা বার***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।'' এখানে 'কুটার' অর্থ সামান্য সূক্ষ্ম ধাতব টুকরো, আর 'কড়িকাটের' অর্থ বড়ো বাড়ির ছাদের আড়াআড়ি কাঠ বা বীম। এ হল সেই ***কপটতা***, যা নিজের অপরাধকে ছোট করে দেখে, কিন্তু অপরের অপরাধকে বড়ো করে দেখে। তাই, এই কথার দ্বারা যীশু অন্যের ভুল ধরার আগে, আত্মসমীক্ষা করতে তাঁর শিষ্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন। অবশ্য এর অর্থ, এই নয় যে, আমরা আমাদের ভাইদের একেবারেই কোনও বিচার করব না বা দোষ ধরব না; না, তা নয়। পরিবর্তে, প্রথমে নিজেদের সংশোধন করব, এবং তারপর অন্যদের পরিবর্তিত হতে উৎসাহিত করব। অর্থাৎ, আমরা হাতে পাথর নিয়ে নয়, কিন্তু হৃদয়ে সেই ভালোবাসা নিয়ে অন্যদের বিচার করব, যেন তারা আমাদের মতো পরিবর্তিত হয় ও ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে।

৩। **<u>তোমরা ছেড়ে দাও, তাতে তোমাদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে</u> (৬:৩৭গ)**: এর অনুবাদ এ-ও হতে পারে, *''ক্ষমা কর, তাতে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে।''* দুটি নেতিবাচক উপদেশ (বিচার কোরো না, দোষী কোরো না) দেবার পর, যীশু একটি ইতিবাচক উপদেশ দিয়েছেন: যারা অন্যদের ক্ষমা করে, তাদের প্রতিও ক্ষমার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। যীশুর এই কথার অর্থ 'দাঁতের বদলে দাঁত' মনোভাব ত্যাগ করা। আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও অবিশ্বাসীদের ন্যায় আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের তিক্ততা বা ঘৃণা আমাদের কষ্ট দেয়, আহত করে; তথাপি আমরা আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করতে চেষ্ট করি ও ক্ষমা করি। আমরা আমাদের প্রভুর শেখানো প্রার্থনা স্মরণ করি, *''আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদের ক্ষমা করেছি''* (মথি ৬:১২)।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেকে আছে, যারা আমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছে। হয়ত তারা সর্ব সমক্ষে আমাদের বিষয় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমাদের সম্পত্তি হরণ করেছে, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের কথা মনে পড়লে, আমাদের মন যন্ত্রণা ও তিক্ততায় পূর্ণ হয়। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হলে ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা তাদের ক্ষমা করতে সক্ষম হই। ক্ষমা করার অর্থ, এই নয় যে, তাদের দ্বারা সাধিত মিথ্যাসাক্ষ্য, বিশ্বাসঘতকতা, চুরি বা প্রতারণার কথা আমাদের স্মরণশক্তি থেকে মুছে যায়; পরিবর্তে, তাদের দ্বারা সাধিত সেই সমস্ত কুকীর্তি আর তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা তাদের ক্ষমা করি, যেমন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন।

৪। **<u>দেও, তাতে তোমাদেরও দেওয়া যাবে</u> (৬:৩৮)**: কেবল ক্ষমা করা নয়, যীশু তাঁর শিষ্য আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে, তাদেরকে দিতে বলেছেন। এর অর্থ, কেবল ক্ষমা করে ক্ষান্ত হওয়া নয়, কিন্তু তাদের আশীর্বাদ করতে যীশু আমাদের আদেশ করেছেন। এটা খুবই কঠিন কাজ। কারণ, তাদের ক্ষমা করলেও, আমরা তাদের অতীতকে ভুলে যেতে পারি না, ফলস্বরূপ, অতীতে তাদের দ্বারা সাধিত সেই সমস্ত কুকীর্তির কথা স্মরণ করে, আমরা তাদের এড়িয়ে চলতে চাই; যাতে তারা আবার সেই সমস্ত কুকীর্তি করার সুযোগ না পায়, তার ব্যবস্থা করি।

কিন্তু আমরা যখন যীশুর কাছ থেকে শিক্ষা নিই, তখন আমরা আমাদের এই মনোভাব ও আচরণ সংশোধন করতে বাধ্য হই। কারণ, তিনি কেবল আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করেননি, কিন্তু আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা পাবার যোগ্য, তার থেকে অনেক বেশি আশীর্বাদ আমাদের করে থাকেন। তা যদি আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে আমাদেরও উচিৎ, তাঁকে অনুসরণ করে, আমাদের অপরাধীদের প্রতি আরও বেশি দয়া, ভালোবাসা ও সাহায্য প্রদর্শন করা। ৩৮ পদের শেষাংশে যীশু বলেছেন, *''লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়ে ঝাঁকিয়ে উপচে পড়বার মতো করে তোমাদের কোলে দেবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা যাবে।''*

এই কথার অর্থ উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের প্রাচীনকালে শস্য মাপার পদ্ধতি জানতে হবে। সেই সময় ডালায় করে শস্য মাপার সময়, বিক্রেতা প্রথমে ডালার তিন-চতুর্থাংশ শস্য দিয়ে পূর্ণ করে, ভালো করে বৃত্তাকারে ঝাকুনি দিত, যাতে সেই ডালার নিচে পর্যন্ত শস্য পৌঁছায়। তারপর ডালার কানায় কানায় পূর্ণ করে পুনরায় ঝাকুনি দিত। তারপর দুই হাত দিয়ে চেপে শস্যের মধ্যে গর্ত তৈরী করে আবার শস্য

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঢালত। এরপর, মোচার মতো করে সেই ডালার উপর শস্য ফেলত, হাত দিয়ে চেপে চেপে সেই মোচা তৈরী করত। ফলস্বরূপ, ক্রেতাকে সম্পূর্ণ পূর্ণ পরিমাণে শস্য বিক্রয় করা হত, সেই ডালা এর থেকে বেশি শস্য ধারণ করতে পারত না।

আমরা যখন অন্যদের আশীর্বাদ করি, তখন যীশুও ঠিক একইভাবে তাঁর সন্তান আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন। আমরা যদিও জানি যে, আমাদের আগামী জীবনে ঈশ্বর আমাদের পূর্ণ মাত্রায় আশীর্বাদ করতে চলেছেন, তথাপি কখনও কখনও তাঁর ইচ্ছানুসারে আমরা সেই আশীর্বাদের পূর্বস্বাদ এই জীবনেও ভোগ করতে পারি। এমনই এক উদাহরণ আমরা স্কটিশ দরিদ্র কৃষক ফ্লেমিং-এর জীবনে দেখতে পাই। একদিন তিনি যখন মাঠে চাষ করছিলেন, তখন পাশের জলাভূমি থেকে এক বালকের কান্না তার কানে আসে। কাছে গিয়ে দেখেন, গোবরের গাদার মধ্যে পড়ে গিয়ে একটি বালক বাঁচার জন্য চীৎকার করছে। সেই দরিদ্র কৃষক নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালকটিকে গোবরের গাদা থেকে উদ্ধার করেন। পরের দিন তার বাড়িতে দামি গাড়ীতে চড়ে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই কৃষকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন ও নিজেকে সেই বালকের পিতা বলে পরিচয় দেন। তাঁর পুত্রকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করার কারণে তিনি কৃষকের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও, কৃষক প্রতিদানে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমন সময় কৃষকের ছেলে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কৃষকের ছেলেকে দেখে, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার ছেলের পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, এই ছেলে লণ্ডনের সেন্ট ম্যারি মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে। পরবর্তীকালে ইনিই স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং নামে পরিচিত হন, যিনি পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক বৎসর পর, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছেলে যখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়, আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর আবিষ্কৃত ওষুধের দ্বারা তার জীবন রক্ষা পায়। এই পৃথিবীর মাটিতে আমরা পূর্ণ মাত্রায় আমাদের পরিমাণ পাই বা না-পাই, আগামী জীবনে তা অবশ্যই লাভ করব।

৫। <u>প্রকৃত গুরুর অনুসরণ কর</u> (৬:৩৯-৪০): পরের বিচার সম্বন্ধে যীশু যখন এমন শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তাঁর শ্রোতারা তাঁর এই শিক্ষার মধ্যে তাদের পরিচিত শিক্ষকদের শিক্ষার পার্থক্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। কারণ, তাদের পরিচিত ইহুদি অধ্যাপক বা ফরীশীরা কখনও আত্মসমীক্ষা নয়, কিন্তু সর্বদা পরের বিচার করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। আর তাই যীশু তাদের থেকে সাবধান থাকতে ও প্রকৃত গুরুর অনুসরণ করতে তাদের উৎসাহিত করেছেন।

৩৯ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, ***"অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? উভয়েই কি গর্তে পড়বে না?"*** এই কথার দ্বারা যীশু ইহুদি অধাপক ও ফরীশীদেরই নির্দেশ করেছেন। কারণ, মথি ২৩:১৬, ২৪ পদে যীশু তাদেরকে ***"অন্ধ পথ-প্রদর্শক"*** বলেছেন। অন্ধরা যেমন নিজেরা পথ চিনে চলতে পারে না, তারা অন্যদেরও পথ দেখাতে পারে না। এর দ্বারা যীশু আমাদেরকে সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক নেতাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, যারা আমাদের বিপথে পরিচালিত করে, যেমন তারা নিজেরা বিপথে চলছে। ৪০ পদে, যীশু আরও বলেছেন, ***"শিষ্য গুরু থেকে বড়ো নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয়, সে নিজের গুরুর তুল্য হবে।"*** এই কথার অর্থ, আমরা কাকে অনুসরণ করছি, কার লেখা বই পড়ছি, কাকে টিভিতে দেখছি, সে বিষয়ে যেন সতর্ক হই। তাই, তাঁর শিষ্য আমাদের উচিৎ অন্ধ-শিক্ষকদের ত্যাগ করে প্রকৃত শিক্ষক যীশুর অনুসরণ করা (লূক ৬:৪৭-৪৯)। কেবল অনুসরণ করা নয়, আমাদের পরিপক্ক হতে হবে, গুরুর তুল্য হতে হবে। অনেক সময় আমরা যীশুর উদাহরণ দিয়ে থাকি, কিন্তু যীশু এখানে আমাদেরকে তাঁর পক্ষে উদাহরণ হতে বলেছেন। অবিশ্বাসীরা আমাদের দেখে কি যীশু শিক্ষার প্রতিফলন দেখতে পায়?

আমরা যেন পরের বিচার করার মনোভাব বা মানসিকতা থেকে মুক্ত হই। আমরা স্মরণ করি যে, আমাদের ভিতরের আকারকে আমরা কখনও ঈশ্বরের চোখ থেকে আড়াল করতে পারি না। আমাদের সেই সমস্ত পাপ ও অপরাধের শাস্তি যীশু আমাদের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আমাদের পাপের ক্ষমা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সন্তান আমাদের বলেছেন, আমরা যেন অন্ধ-শিক্ষকদের ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করি, তাঁর ন্যায় হই। তাঁর অনুগ্রহে যখন আমরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেছি, আসুন, তাঁরই শক্তিতে আমরা তাঁকে অনুসরণ করি, তাঁর মতো হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com